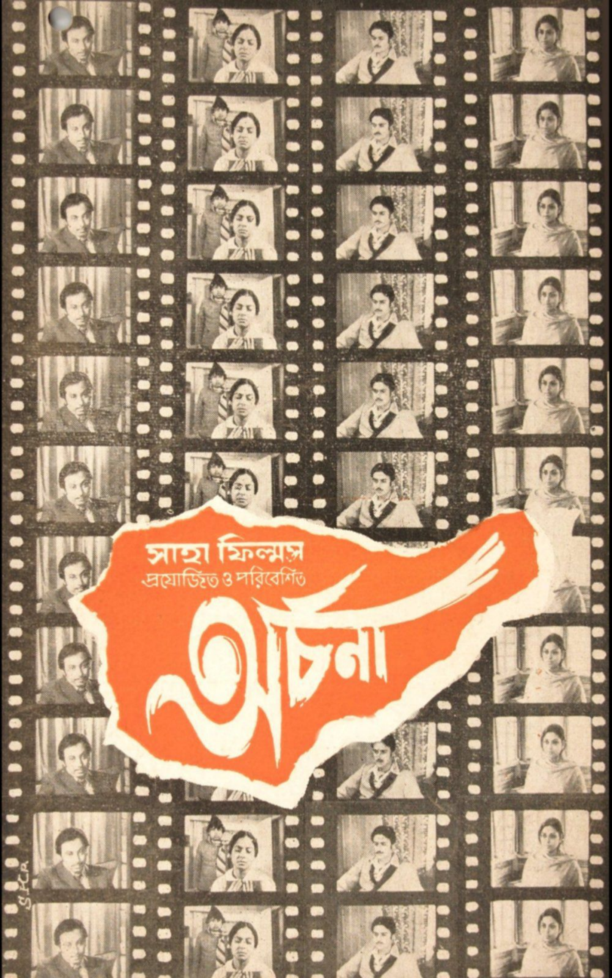
সাহা ফিল্মস্
প্রযোজিত ও পরিবেশিত
অর্চনা

সুধীর সাহা নিবেদিত

সাহা ফিল্মস্-এর

অর্চনা

পরিচালনা: **পীযূষকান্তি গাঙ্গুলী**

মূল-কাহিনী : হিরণাভ সেনগুপ্ত

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : সুখেন দাস

চিত্রগ্রহণ : কে. এ, রেজা

শিল্প-নির্দেশনা : রবি চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা : রমেশ যোশী

শব্দগ্রহণ :

অন্তর্দৃশ্যে : নৃপেন পাল, অনিল নন্দন
অতুল চট্টোপাধ্যায়

বহির্দৃশ্যে : অবনী চট্টোপাধ্যায়
ধীরেশ পাল

সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা :
শ্যামসুন্দর ঘোষ

কর্মাধ্যক্ষ : দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপক : পরেশ ভট্টাচার্য্য

সংগীত : **অজয় দাস**

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : জে. এন, সাহা

প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র

গীতরচনা : সুতনু চট্টোপাধ্যায়
আনন্দ মুখোপাধ্যায়, অজয় দাস

নেপথ্য কণ্ঠে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শ্যামল মিত্র, মৃণাল চক্রবর্তী
বনশ্রী সেনগুপ্ত

বহির্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ : ভয়েস অফ ইণ্ডিয়া

রূপসজ্জা : দুর্গা চট্টোপাধ্যায়

প্রধান সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা :
ওয়াই, এস, মুলকী

স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা

পরিচয় লিখন : শঙ্কর গুপ্ত

সাজসজ্জা : বরেন দত্ত

প্রচারকার্যে : এস, কে, পাবলিসিটি ॥ নির্মল রায় ॥ গৌতম রায়

॥ নিউ থিয়েটার্স ১নং ও ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত ॥

রসায়নাগারে : অবনী রায় ॥ তারাপদ চৌধুরী ॥ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অবনী মজুমদার

সহ-ব্যবস্থাপক : অজিত ঘোষ

আলোক-সম্পাতে : সতীশ ॥ দুঃখীরাম ॥ কেষ্ট ॥ ব্রজেন ॥ অনিল ॥ মঙ্গল সিং
বেনু ॥ শম্ভু ॥ নিতাই ॥ জগু ॥ হরি ॥ শৈলেন ॥ ধনেশ্বর ও নারায়ণ চক্রবর্তী

দৃশ্যসজ্জা : পঞ্চু ॥ কালিন্দী ॥ মণি সর্দ্দার ॥ ননীগোপাল ॥ মহম্মদ ॥ হীরা ॥ সন্তোষ
সুশীল ॥ লালমোহন ॥ বিশা মাহাতো ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীদীনেশ দে ॥ ডাঃ সনৎ বিশ্বাস ॥ ডাঃ ষোড়শী মুখোপাধ্যায় ॥ ডাঃ দেবব্রত রায় ॥ শ্রীআশুতোষ লস্কর ॥ বীরেশ্বর লস্কর ॥ বাদলরাজ সিন্‌হা ॥ তারক গঙ্গোপাধ্যায় ॥ নীতিন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ॥ অনুপ সেন ॥ বি, কে, হাজরা ॥ কে, কে, গুলাটি ॥ বিশ্বজিত দাস ॥ হিজ ম্যাজেষ্টিস্ গভর্ণমেন্ট অফ্ ভুটান ॥ এস, ডি, ও, গোলাবাজার ॥ গোবরা মেন্টাল হসপিটাল।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ॥ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ॥ এস, এন, তেওয়ারী

চিত্রগ্রহণে : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ॥ শঙ্কর গুহ ॥ শিল্প-নির্দ্দেশে : সুরথ দাস

সম্পাদনায় : কালীপ্রসাদ রায় ॥ সঙ্গীত পরিচালনায় : ভরত কারকী ॥ উৎপল দে

শব্দগ্রহণে : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ॥ পাঁচুগোপাল ঘোষ ॥ ভোলা সরকার

প্রযোজনা ও বিশ্ব-পরিবেশনা :

সাহা ফিল্মস্

ভারতীপ্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৪১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬।

অর্চনার জবানবন্দী :

॥ "সূর্য আমার কোথায় হারিয়ে গেছে প্রশ্ন করি আঁধারের কাছে" ॥

আমার চারিদিকে অন্ধকার আর অন্ধকার—কোনও আলোর নিশানা খুঁজে পাচ্ছি না। পাকিস্তানে আমার দেশ। আমার সব কিছু ছিল—শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, স্বামী, সংসার—সব।

কিন্তু দাঙ্গা বাঁধল—কতকগুলো অবাঙালী শয়তানের তৈরী করা দাঙ্গা। নেকড়ে, শকুন, আর হায়েনাগুলো যখন তাদের চকচকে দাঁত আর উন্মুক্ত নখগুলো শানিয়ে আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে বলে ছুটে এল, আমার স্বামী দেবাশীষ তখন বাড়ী নেই। পালিয়ে এলাম—প্রাণ বাঁচাতে নয় ইজ্জৎ বাঁচাতে। সিরাজ আমাদের গ্রামেরই এক মুসলমান ভাই আমাকে বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। সে বলেছিল—"বৌদি, তুমি কিছু ভেবো না, আমি দেবাশীষদাকে ঠিক পাঠিয়ে দেব।

কলকাতায় তো এলাম—কিন্তু কোথায় দেবাশীষ ? কাকার বাড়ীতে উঠেছিলাম, কিন্তু কাকীমার মধ্যবিত্ত স্বার্থ আর নোংরামোয় টিকতে পারলাম না।

পথই আমার বন্ধু। পথই আমার সম্বল। উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে দেবাশীষের খোঁজ করি, রোজই এক উত্তর—না ! না ! না !

সব হারিয়ে পেলাম রক্তের সম্বন্ধবিহীন দাদা আর বৌদির আশ্রয়। ভবানীদা আর ছন্দা বৌদি। ভবানীদার সাহায্যেই চেষ্টা করে যাচ্ছি নিজের পায়ে দাঁড়াবার। নিজের পায়ে আমাকে দাঁড়াতেই হবে।

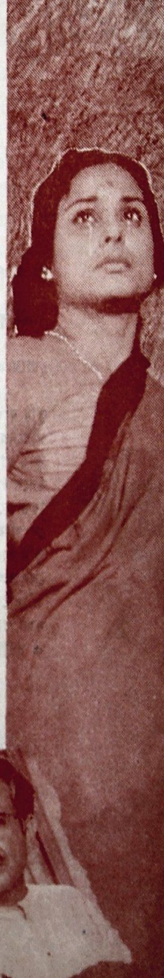

নার্সিং পাশ করলাম। একটা চাকরী পেয়েছি। ডুয়ার্সের পাহাড়ের কোলে একটা ছোট্ট হাসপাতালে।

প্রথম যেদিন এখানে পৌঁছলাম ষ্টেশন থেকে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল গুরুং। হাসপাতালের নেপালী ওয়ার্ডবয়। পাহাড়ী নদীর মত চঞ্চল আর দেবদারুর মত সরল।

হসপিটাল সুপারিন্টেডেন্ট ডক্টর পার্থ রায়। অদ্ভুত মানুষ। একটা পা তাঁর কাঠের। কোন এক না পাওয়ার বেদনায় দিনরাত ছট্‌ফট্‌ করেন। দিনগুলো কেটে যায় তার উল্কার মত কাজের ভীড়ে। আর রাতগুলো—শিকার আর মদে ক্লান্ত হয় এক নিঃসঙ্গ অন্ধকারের নরকে। মেয়েমানুষকে পার্থ সহ্য করতে পারে না– মেয়েরা তার চোখে অবিশ্বাসী নৃশংসতা।

হসপিটালের মধ্যে অনেক কিছু ঘটছে বুঝতে পারছি। রোগীরা বরাদ্দমত দুধ পায় না। হাসপাতালের ওষুধ বাইরে পাচার হয়। ডঃ ঘোষ আর সুনীতা নাইট ডিউটির সময় নার্সেস রুমে যা করে—যাকগে। ওরা আমাকেও তাদের দলে টানতে চাইছে। এদের এই নোংরামো বন্ধ করতেই হবে। গুরুং আমাকে সাহায্য করবে।

হসপিটালের সমস্ত নোংরামো বন্ধ করেছি। ডক্টর পার্থর চোখে এখন বিশ্বসংসারের সমস্ত মেয়েদের প্রতি অবিশ্বাস আর ফুটে ওঠে না। গুরুংকে সেদিন বলেছে অর্চনার মত মেয়ে যদি সবাই হত। কিন্তু একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে যে! ডক্টর পার্থ আমার শ্রদ্ধা, সহানুভূতিকে ভালবাসা বলে ভুল করে নি তো? বোধ হয় তাই। নিঃসঙ্গ রাত্রির গভীরে পার্থ আমার কাছে মেলে ধরেছিল তার অতীতের বেদনাকে। যার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা ছিল, যাকে ও প্রাণের চেয়েও ভালবাসত, এ্যাক্সিডেন্টে একটা পা চলে যেতে সেই রেবেকা সান্যাল ওকে ছেঁড়া জুতোর মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আমি তাকে বল্লাম "সব মেয়েই সমান নয়।" উত্তরে তিনি বল্লেন: "পারবে? —পারবে আমার জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলতে?" আমি তাঁকে বল্লাম ডক্টর রায়, আপনি কি একবার ভাল করে তাকিয়েও দেখেন নি যে আমি আজও অতীতের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছি।" যেন এতদিন বাদে তিনি আমার সিঁথির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পাথর হয়ে গেলেন যেন। একটা কথাও বলতে পারলেন না।

হ্যাঁ, দেবাশীষের সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু সে আমায় চিনতে পারেনি। সে আজ তার গ্রামেরই এক মেয়ে ইন্দ্রানীর সঙ্গে সুখের ঘর বাঁধতে চলেছে।

কোন কোন মানুষ সম্পূর্ণ হয় না, সফল হয় না। আমিও তাদের মধ্যে একজন। কাল ভোরেই এ চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাব—দূরে, অনেক দূরে। কোথায় জানি না।

ভূমিকায়:

মাধবী চক্রবর্তী ॥ শুভেন্দু চ্যাটার্জী
সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥ সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়
সুখেন দাস ॥ তরুণকুমার ॥ অনুভা ঘোষ
গীতা দে ॥ শৈলেন মুখার্জী ॥ বিজন ভট্টাচার্য্য
জ্ঞানেশ মুখার্জী ॥ শ্যামল ঘোষাল
মিঠু চট্টোপাধ্যায় ॥ সুনীতা রীত

প্রিয়া চট্টোপাধ্যায় ॥ জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ বেবী টুম্পা ॥ বেবী টুয়া
সীমা দেবী ॥ মাঃ নবীন ॥ মাঃ নবকুমার ॥ শিবেন বন্দ্যোঃ
রসরাজ চক্রবর্তী ॥ সাধন সেনগুপ্ত ॥ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
প্রীতি মজুমদার ॥ সুধীর সাহা ॥ বীর সেনগুপ্ত ॥ গোপাল সাহা
মনীশ রায় ॥ করুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ বঙ্কিম চৌধুরী ॥ দীপক কুশারী
বাবলু সমাদ্দার ॥ মোহন সিং ॥ তারক চট্টোপাধ্যায় ॥

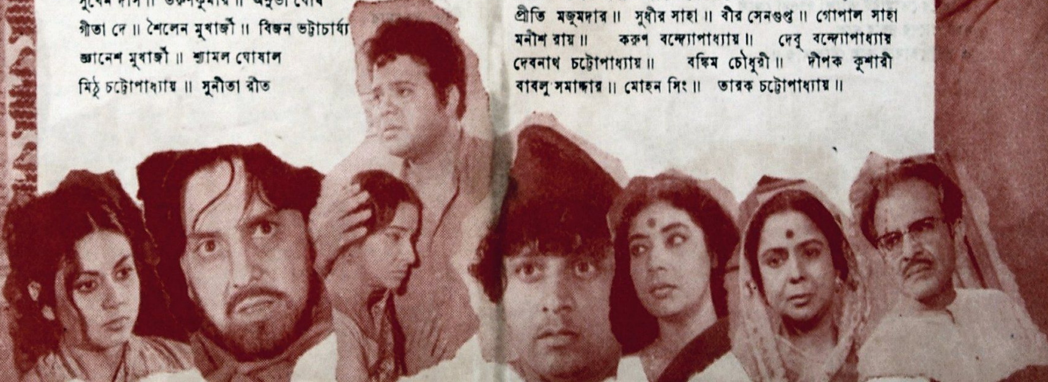

সংগীত

(১)

সূর্য্য আমার কোথায় হারিয়ে গেছে
প্রশ্ন করি আঁধারের কাছে
খুঁজি অন্তবিহীন পথের নিশানা
হায় পাইনা খুঁজে আলোর ঠিকানা
ক্লান্ত চরণ পথের মাঝে থমকে থেমেছি।
শ্রান্ত মনে আঁধার নেমেছে।
কেন মনের কোনে চমক লেগেছিল
কেন কিছু পাওয়ার আশা জেগেছিল
প্রশ্ন করি নজেই নিজের কাছে
স্বপ্ন আমার কোথায় হারিয়ে গেছে ॥

(২)

দূর আকাশে তোমার সুর—
খুজে পেলাম।
এই বুকেতে আমি তাই—
বেঁধে নিলাম।
দুয়ারে এসে তোমারই আলোয় আমার
এ নয়ন মেলে দিলাম।
তুমি যাও কিছু বলে যাও ॥
জীবনের পাতায় আমি খুঁজেছি তোমায়—
তুমি দাওনা তোমার সুধা নীরব ছায়ায়
স্বপনে দাও ভরিয়া দাও আমায়—
রিক্ত মনেরই দীনতায়
সে আমার স্বপ্ন দুচোখে এঁকে দাও ॥
তুমি দাওনা আমায় আজ সেই প্রেরণা
যেন ব্যথার গগনে আমি পাই নিশানা
আঁধারে তোমারই আলো দাওনা জেলে
দাও প্রাণের দুয়ার খুলে
এ তরী তোমার কূলে বেঁধে নাও ॥

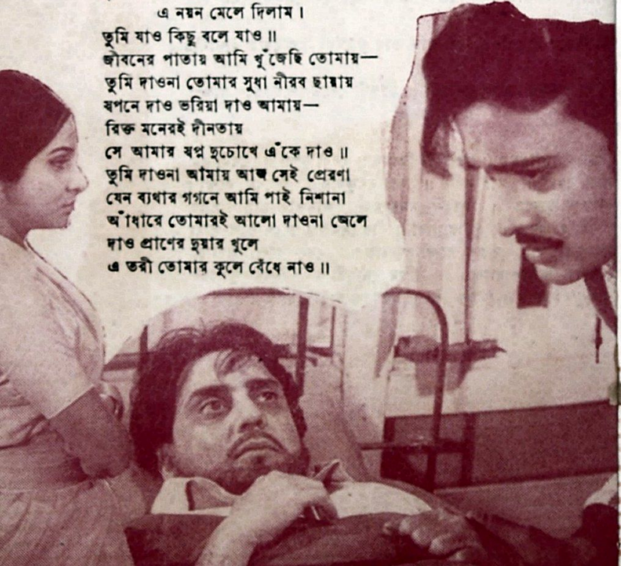

(৩)

আহা লৌ হৈ লৌ লৌ হৈ রে
গুনগুরে মন গুন গুন গুনজরে ॥
মনটা হামার রহেনা ঘরে ॥
ওরে আসবি কে আসবি কে আয় আয় রে
ওরে আসবি কে আসবি কে আসবি কে
আসবি কে।

পবন কি পিছে পিছে
কভিয়ে সুহাগ আছে
ইয়ো ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্
রূপোলি ঝরণার গায়ে ওহো—হোরে
পাহাড়ি এ আসমানে
সোনারি ঝিলিক আনে
ইয়ো ঝল মল ঝল মল ঝল মল সূরজ
মেরো সাথা কো অঙ্গ রাখিয়োরে

(৪)

জনম মরণ জীবনের দুই তীরে
সপ্ত ডিঙ্গায় হাসি কাঁদি
প্রহর গুনিয়া ধীরে ধীরে।
এই যে দুয়ারে আমার
আসে দিন আসে আঁধার
এখানে জীবন পাড়ে চলেছে নিয়ত খেলা
এই আছি এইতো নেই
শুধু চাহি পিছু ফিরে।
সপ্ত সুরের ছোঁয়ায়
রামধনু আকাশ সীমায় সাতটি রঙের রাগে
গানের শিখা যে জাগে
তার আলো তারই ছোঁয়া
পড়ে শুধু জীবনের নীড়ে ॥

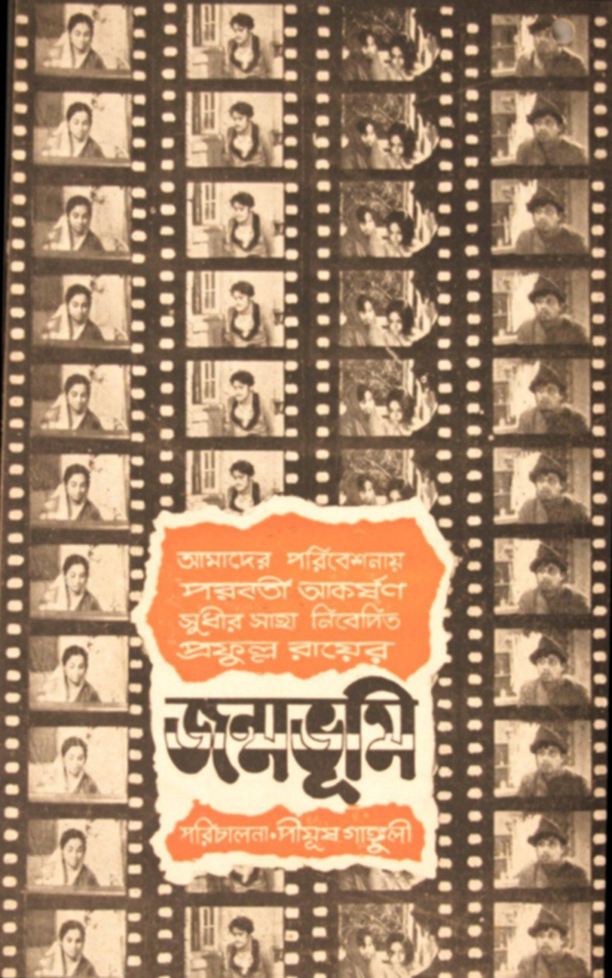
আমাদের পরিবেশনায়
পরবর্তী আকর্ষণ
সুধীর সাহা নিবেদিত
প্রফুল্ল রায়ের
জন্মভূমি
পরিচালনা • পীযূষ গাঙ্গুলী